48

ভোরের কাগজ

তারিখ ...20 JUL 1998...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩.....

অবৈধ প্রক্রিয়ার অভিযোগ

অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া বিঘ্নিত

রফিকুল বাহার : নির্ধারিত আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে সরকারি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অবৈধভাবে ও ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে এ ছাত্র ভর্তি করানো হয়েছে বলে অভিযোগ জানানো হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীকে। গত ২৮ মার্চ স্কুলের ছাত্র ও অভিভাবকরা ডাক মারফতে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠান ঢাকায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবশ্য অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তিতে বাধ্য হয়েছেন বলে স্বীকার করলেও অবৈধভাবে কিছু করা হয়নি বলে দাবি করেন।

শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ স্কুলে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যদের ভর্তি করা হয় প্রতি বছর। এবারো ষষ্ঠ শ্রেণীর চারটি সেকশনের প্রতিটিতে ৬০ জন ও নবম শ্রেণীতে ৫৮ জন ছাত্র যথানিয়মে ভর্তি করা হয়। বৈধ ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে ষষ্ঠ শ্রেণীর চারটি সেকশনে আরো ১৬৯ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। অন্যান্য শ্রেণীতেও একইভাবে প্রচুর ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি এ স্কুলের পাঁচটি শ্রেণীর ২১টি সেকশনে ছাত্রের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫০ জন, যা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেশি। বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি সেকশনে ছাত্র ভর্তি অনুপাত হওয়া উচিত ১ : ৬০ জন।

নির্ধারিত আসনের তুলনায় অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করানোর ফলে শ্রেণীকক্ষে ঠাসাঠাসি করে বসতে হচ্ছে ছাত্রদের। এ নিয়ে স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ৪০ মিনিটের একটি পিরিয়ডের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায় টেবিল-চেয়ার টানাটানিতে।

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় যে অবৈধ উপায়ে প্রতি ছাত্রের ভর্তির জন্য ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষার কোচিঙের নামে ২৪০ জন ছাত্রের প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ৪০০ টাকা করে। এ ছাড়া গত বছর বৃত্তিপ্রাপ্তদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্র ভর্তি, বিপুল পরিমাণ ছাত্রকে কোচিঙে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান ও সংবর্ধনা দেওয়ার ঘটনা স্কুলের ইতিহাসে এবারই প্রথম ঘটলো।

বিভিন্ন অনিয়মের ফলে ছাত্রদের রেজাল্ট খারাপ হবে ও স্কুলের দীর্ঘদিনের সুনাম নষ্ট হবে বলে মন্তব্য করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক। উল্লেখ্য, গত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে স্কুলের ৩২০ জনের মধ্যে ১২ জন মেধা তালিকায় ও ২৪০ জন স্টার মার্ক পেয়েছিল।

ছাত্র ভর্তির বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আবদুর রাজ্জাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি মৌখিকভাবে অভিযোগ শুনেছেন বলে স্বীকার করেন। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে তিনি জানান।

কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এম নূরুল আলম অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'মন্ত্রীসহ প্রভাবশালীদের সুপারিশের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে।'